শঙ্করজ্যোতি দেব (১৯৫৯)

মহাপ্রস্থান

খুব নিঃশব্দে ঈশ্বরের প্রস্থান হল

হা-করা মুখে শেষবারের মতো
দিলাম একটু মায়া

তার বংশে বাতি দেবার মতো কেউ
আর নেই

মুক্ত বাতাসের চাদর তাকে ঢেকে দিল

শরতের সোনা রোদ
হঠাৎ গান গাইতে লাগল

জিজ্ঞেস করে জানা গেল
সে গান দুঃখের নয়, আনন্দের।

সোনাপুর, ২০০১

মেঘের পাহাড়ে পথের প্রহারে সরল কাদার শোক
বয়ে গেল রাতের ছড়ায়—একটি যুবক
ভাসতে ভাসতে গিয়েছিল চলে সুরমার কোলে
সুনামগঞ্জে।

আশরাফ আর আতরাফ হিন্দু-মুসলমান
দ্বন্দ্ব না হত তবে থাকত না
বাঁকাপথরেখা

পথের আড়ালে কত কুটচাল
বয়ে যায় এইছদ্মপ্রবাসে
প্রবঞ্চিত ভারতবর্ষে

বলো যাই চলো, চলো যাই বলো নদীর ওপারে চলো
কূটচাল ব্যোমচাল হয়ে যাক সরল চোখের আলো।

শিলং

শেষের কবিতা-র শহর পেরিয়ে যাই।
আজকাল এই পূর্বমেঘের শহর আর
কোনো কথা বলে না, অথচ একদিন, এই তো সেদিন
কত কথা হয়েছিল—পাইনের হাওয়া নিয়ে
সন্ধ্যার ত্যাড়াবাঁকা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি,
পাইন পাতার সোঁ সোঁ শব্দ হঠাৎ উঁচুতানে
উঠে নেমে আসে, ধীরলয়ে বইতে শুরু করে
যেন এই মেঘের পাহাড়ে বাজছে
একটি অদৃশ্য পিয়ানো।

আজ দূর থেকে তার দীপাবলির সাজ দেখি
ভয় করে সন্ধ্যার অন্ধকার।